# সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| ১ | নেই | **ধারা-২:**<br><br>(কক) 'অপতথ্য' অর্থ এমন কোনো মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য, যাহা কোনো ব্যক্তি, জনসাধারণ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি, প্রকাশ বা প্রচার করা হয;<br><br>ব্যাখ্যা: বিদ্যুৎ বিভাগের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ১ দিনের রুটিন মেরামত সংক্রান্ত নোটিশ বিকৃত করিয়া 'বিদ্যুৎ সংকটে ৭ দিন সারা দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে' মর্মে অপপ্রচার চালানো—যাহার উদ্দেশ্য জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করে জরুরি পণ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা-ইহা অপতথ্য বলিয়া গণ্য হইবে।<br><br>(জজ) 'গুজব' অর্থ এমন কোনো মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য, যা জনমনে আতঙ্ক, উত্তেজনা বা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি, প্রকাশ বা প্রচার করা হয়;<br>ব্যাখ্যা: ভিন্ন কোনো ঘটনায় পুরোনো অগ্নিকাণ্ড ও ভাঙচুরের দৃশ্য বিকৃতভাবে সম্পাদনা করিয়া 'অমুক উপাসনালয়ে বিশেষ গোষ্ঠী হামলা চালিয়েছে' মর্মে প্রচার করা— যাহার উদ্দেশ্য ধর্মীয় অনুভূতিকে উসকাইয়া জনমনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো এবং সমাজে অস্থিরতা ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পরিবেশ তৈরি করা—ইহা গুজব বলিয়া গণ্য হইবে।<br><br>(থথ) 'নিবন্ধিত সংবাদমাধ্যম' অর্থ প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত কোনো সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন বা ডিজিটাল বা অনলাইন সংবাদমাধ্যম;<br><br>(ফফ) 'বুলিং' অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, তাহার প্রকৃত বা অনুমিত ক্ষমতা, প্রভাব বা প্রাধান্য ব্যবহার করিয়া, অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি সংঘটিত কোনো ইচ্ছাকৃত, পরিকল্পিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ বা কার্য, যাহা শারীরিক, মৌখিক, সামাজিক, ডিজিটাল বা অন্য কোনো মাধ্যমে সংঘটিত বা প্রকাশিত হইতে পারে এবং যাহার ফলে উক্ত ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা পীড়ার শিকার হয়, ভীতসন্ত্রস্ত হয়, অথবা সামাজিক বর্জন, বিচ্ছিন্নতা বা একাকীত্বের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়;<br><br>(ভভ) "মানহানি" অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860)-এর section 499-এ বর্ণিত Defamation; |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | | (ড়ড়) 'হেয়প্রতিপন্ন' অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাপ্তরিক পর্যালোচনা বা গঠনমূলক সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়া—কোনো কথা, আচরণ, প্রকাশনা, ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি বা কার্যকলাপের মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, উপহাস বা অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানে আঘাত করা;<br><br>ব্যাখ্যা ১।— কোনো ব্যক্তি অনলাইন মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তির সহিত যোগাযোগের সময় তাঁহাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শারীরিক গঠন, আকৃতি, বর্ণ বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কটূক্তি, বিদ্রূপাত্মক বা অবমাননাকর মন্তব্য করিলে, ইহা এই উপধারার অধীন 'হেয়প্রতিপন্ন' করা বলিয়া গণ্য হইবে।<br><br>ব্যাখ্যা ২।- কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপর কোনো ব্যক্তির ছবি, ভিডিও বা কণ্ঠ বিকৃত করিয়া ব্যঙ্গচিত্র, মিম বা কৃত্রিম কনটেন্ট তৈরি ও প্রচারের মাধ্যমে তাঁহাকে জনসমক্ষে উপহাসের পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করিলে, ইহা এই উপধারার অধীন 'হেয়প্রতিপন্ন' করা বলিয়া গণ্য হইবে। |
| ২ | **ধারা (২):**<br>**(শ) 'সাইবার স্পেস'** অর্থ আন্তঃসংযোগকৃত সকল ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কসমূহের সকল ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল জগত বুঝাইবে (যেমন-ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কোয়ান্টম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক, গেইমিং নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অফ থিংস, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য সকল আধুনিকতম ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ডাটা তৈরি, ডাটা মিররিং, অ্যাক্সেস, প্রেরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরনের হিউম্যান ও নন-হিউম্যান অনলাইন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়) এবং ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডাটা, সিগনালিং ডাটা, ট্রাফিক ডাটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন ডাটাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; | **ধারা (২):**<br>(শ) **'সাইবার স্পেস'** অর্থ আন্তঃসংযোগকৃত সকল ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কসমূহের সকল ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল জগত বুঝাইবে (যেমন- ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, প্রোগ্রামিং, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক, গেইমিং নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অফ থিংস, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য সকল আধুনিকতম ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ডাটা তৈরি, ডাটা মিররিং, অ্যাক্সেস, প্রেরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরনের হিউম্যান ও নন-হিউম্যান অনলাইন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়) এবং ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডাটা, সিগনালিং ডাটা, ট্রাফিক ডাটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন ডাটাও ইত্যাদি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| ৩ | ৩। **অধ্যাদেশের প্রযোজ্যতা**।— (১) এই আইনের কোনো বিধানের সহিত কোনো আইনের কোনো বিধান অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের সহিত এই আইনের বিধানটি যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততখানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।<br><br>(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে। | ৩। **আইনের প্রযোজ্যতা**।— ~~(১) এই আইনের কোনো বিধানের সহিত কোনো আইনের কোনো বিধান অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের সহিত এই আইনের বিধানটি যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততখানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।~~<br><br>**(১) এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অন্য কোনো আইনের কোনো বিধানের অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।**<br><br>(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে। |
| ৪ | **ধারা ৮(২):**<br>যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণসাপেক্ষে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা,জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য যাহা সহিংসতা তৈরিতে উদ্রেগ সৃষ্টি করে বা বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা প্রদান করে, তাহা হইলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য বা, ক্ষেত্রমত স্থানান্তরের জন্য মহাপরিচালকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিটিআরসিকে অনুরোধ করিতে পারিবে। | **ধারা ৮(২):**<br>যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, **তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কিংবা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা বাহিনীর** নিকট তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণসাপেক্ষে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, সাইবার স্পেস বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো **তথ্য বা উপাত্ত** ~~, অপতথ্য বা গুজব~~-<br>**(ক)** দেশের অখণ্ডতা, মর্যাদা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, **বা করিবার আশংকা থাকে;**<br>**(খ)** ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বা জাতিগত সহিংসতা তৈরিতে উদ্রেগ সৃষ্টি করে **বা করিবার আশংকা থাকে;**<br>**(গ)** বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা প্রদান করে; বা **করিবার আশংকা থাকে;**<br>**(ঘ) কোন ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইলিং, যৌন হয়রানি, রিভেঞ্জ পর্ন, ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান (চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল) বা সেক্সটর্শন, মানহানি, হেয়প্রতিপন্ন বা বুলিং করে;**<br><br>তাহা হইলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, **তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কিংবা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা বাহিনী** উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য বা, ক্ষেত্রমত স্থানান্তর করিবার জন্য মহাপরিচালকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিটিআরসিকে অনুরোধ করিতে পারিবে। |
| ৫ | **ধারা ৮(৩):**<br><br>উপধারা (১) ও (২) এর অধীন কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বা ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রাপ্ত হইলে বিটিআরসি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত ব্লক করিবার জন্য প্রযুক্তি | **ধারা ৮(৩):**<br>উপধারা (১) ও (২) এর অধীন কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বা ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রাপ্ত হইলে বিটিআরসি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত ব্লক করিবার জন্য প্রযুক্তি কোম্পানিকে অনুরোধ এবং অতঃপর উহা সরকারকে অবহিত করিবে। |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | কোম্পানিকে অনুরোধ এবং অতঃপর উহা সরকারকে অবহিত করিবে এবং কোনো কন্টেন্ট ব্লক করা হইলে স্বচ্ছতার স্বার্থে সরকার সকল ব্লক হওয়া কন্টেন্টের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। | **তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তথ্য বা উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ব্লক করা হইলে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত অপসারণ বা ব্লকের কারণ জানাইতে হইবে।** |
| ৬ | **ধারা ৮(৪):**<br>উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন তথ্য-উপাত্ত অপসারণ, ক্ষেত্রমত, স্থানান্তর বা ব্লক করিবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অনুমতি গ্রহণ না করিলে বা ট্রাইব্যুনাল অনুমতি প্রদান না করিলে অপসারিত বা, ক্ষেত্রমত, স্থানান্তরিত বা ব্লককৃত তথ্য-উপাত্ত পুনরায় বাধ্যতামূলকভাবে অবমুক্ত করিতে হইবে। | **ধারা ৮(৪):**<br>**উপধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন তথ্য বা উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ব্লক করিবার ফলে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে এজেন্সির নিকট অবমুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং সরকারকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিয়ে এজেন্সি উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।**<br><br>**ব্যাখ্যা।— এই ধারার অধীন "সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি" অর্থ—**<br><br>**(ক) এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যাহার বিরুদ্ধে উপধারা (১), (২) ও (৩)-এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং**<br><br>**(খ) উক্ত অর্থে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি, অভিভাবক, পরিবারের সদস্য বা অন্য কোনো বৈধ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।** |
| ৭ | **ধারা ১২। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল**।-<br>(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথাঃ-<br>(ক) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;<br>(খ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী (যদি থাকে), ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;<br>(গ) মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;<br>(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব;<br>(ঙ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক;<br>(চ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ<br>(ছ) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;<br>(জ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;<br>(ঝ) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ;<br>(ঞ) পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;<br>(ট) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;<br>(ঠ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ;<br>(ড) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;<br>(ঢ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন; | **ধারা ১২। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল**।-<br>(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথাঃ—<br>(ক) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;<br>(খ) মন্ত্রী, ~~প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী,~~ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;<br>(গ) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;<br>(ঘ) মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;<br>(ঙ) মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;<br>(চ) মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়;<br>(ছ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;<br>(জ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব;<br>(ঝ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক;<br>(ঞ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ<br>(ট) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;<br>(ঠ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;<br>(ড) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;<br>(ঢ) পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;<br>(ণ) সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | (ণ) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;<br>(ত) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা;<br>(খ) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার;<br>(দ) মহাপরিচালক, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি;<br>(খ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিমকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক;<br>(ন) চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;<br>(প) সচিব, তথ্য কমিশন;<br>(ফ) হেড অব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ); এবং<br>(ব) সরকার কর্তৃক মনোনীত তথ্য-প্রযুক্তি বা মানবাধিকার বিষয়ক ২<br>(দুই) জন বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ।<br>(২) মহাপরিচালক কাউন্সিলের কার্যসম্পাদনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন। | (ত) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;<br>(থ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ;<br>(দ) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;<br>(ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন;<br>(ন) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর;<br>(প) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা;<br>(ফ) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার;<br>(ব) মহাপরিচালক, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি;<br>(ভ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিমকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক;<br>~~(ন) চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;~~<br>(ম) সচিব, তথ্য কমিশন;<br>(য) হেড অব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ); এবং<br>(র) সরকার কর্তৃক মনোনীত তথ্য-প্রযুক্তি বা মানবাধিকার বিষয়ক ২ (দুই) জন বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ।<br>(২) মহাপরিচালক কাউন্সিলের কার্যসম্পাদনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন। |
| ৮ | **ধারা ১৪। কাউন্সিলের সভা, ইত্যাদি।—**<br><br>**(২)** কাউন্সিলের সভা প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার এবং জরুরি পরিস্থিতিতে যেকোনো সময় উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। | **ধারা ১৪। কাউন্সিলের সভা, ইত্যাদি।—**<br><br>(২) কাউন্সিলের সভা প্রতি ~~৩ (তিন)~~ ৬ (ছয়) মাসে অন্তত একবার এবং জরুরি পরিস্থিতিতে যেকোনো সময় উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। |
| ৯ | **ধারা ২৫। যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং বা অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড।—**<br>(১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইলিং, বা যৌন হয়রানি, বা রিভেঞ্জ পর্ন, বা ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান (চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল) বা সেক্সটর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট, বা প্রাপ্ত, বা সংরক্ষিত কোনো তথ্য, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা প্রেরণ, | **২৫। যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং, বা অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড।**-(১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইলিং, বা যৌন হয়রানি, বা রিভেঞ্জ পর্ন, বা ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান (চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল) বা সেক্সটর্শন, করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট, বা প্রাপ্ত, বা সংরক্ষিত কোনো তথ্য, অডিও, ভিডিও চিত্র, অডিও-ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করার হুমকি প্রদান করেন, যাহা ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শক, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | প্রকাশ বা প্রচার করার হুমকি প্রদান করেন, যাহা ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শক, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।<br>(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।<br>(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ, কোনো নারী বা অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বৎসরের কোনো শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।<br>ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'ব্ল্যাকমেইলিং' অর্থ এমন হুমকি বা ভীতি প্রদর্শনকে বুঝাইবে, যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তাহার গোপনীয় তথ্য প্রকাশের বা ক্ষতি করিবার ভয় দেখাইয়া বেআইনি সুবিধা, সেবা বা চাহিত কোনো কার্য সম্পাদনে বাধ্য করে। | একটি অপরাধ।<br><br>(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ~~২ (দুই)~~ ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ~~১০ (দশ)~~ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।<br><br>(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ, কোনো নারী বা অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বৎসরের কোনো শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ~~৫ (পাঁচ)~~ ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ~~২০ (বিশ)~~ ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।<br><br>**ব্যাখ্যা:** এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'ব্ল্যাকমেইলিং' অর্থ এমন হুমকি বা ভীতি প্রদর্শনকে বুঝাইবে, যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তাহার গোপনীয় তথ্য প্রকাশের বা ক্ষতি করিবার ভয় দেখাইয়া বেআইনি সুবিধা, সেবা বা চাহিত কোনো কার্য সম্পাদনে বাধ্য করে। |
| ১০ | **নেই** | **২৫ক। সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া মানহানি এবং দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া অন্য কোনো ব্যক্তির মানহানি করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে অপরাধ।<br><br>(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।<br><br>**২৫খ। সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া হেয়প্রতিপন্ন বা বুলিং এবং দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে হেয়প্রতিপন্ন বা বুলিং করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে অপরাধ।<br><br>(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। |
| ১১ | **ধারা ২৬। সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশ ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড।**—<br>(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা | **ধারা ২৬। সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশ ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড।**—<br>(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। | তিনি অনধিক **০৫ (পাঁচ)** বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। |
| ১২ | নেই | **২৬ক। সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া গুজব, অপতথ্য ইত্যাদি প্রচার এবং দণ্ড।- (১) যদি কোন ব্যক্তি সাইবার স্পেসে গুজব ও অপতথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।**<br><br>**(২) যদি কোন ব্যাক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।** |
| ১৩ | **ধারা ২৯। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**— (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।<br>(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কেবল অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে।<br><br>**ব্যাখ্যা।**-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-<br><br>(ক) ‘কোম্পানি’ অর্থে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;<br><br>(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, ‘পরিচালক’ অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে। | **ধারা ২৯। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—<br>১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।<br><br>(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কেবল অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে।<br><br>**(৩) কোনো কোম্পানি উপ-ধারা (২) এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইলে, আদালত উক্ত কোম্পানির নিবন্ধন, লাইসেন্স বা কার্যক্রম স্থগিত, বাতিল বা নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;**<br><br>**তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোনো নিবন্ধিত সংবাদমাধ্যম বা উক্ত সংবাদমাধ্যমের পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনি কার্যধারা গ্রহণের পূর্বে উক্ত সংবাদমাধ্যম বা প্রতিষ্ঠানকে অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিনের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদানপূর্বক আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।**<br><br>**ব্যাখ্যা।**-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-<br><br>**(ক) ‘কোম্পানি’ অর্থ Companies Act, 1994 (Act No. XVIII of 1994)-এর অধীন গঠিত ও নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি; এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারি কারবার বা সমিতি** |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | | বা সংঘ বা ট্রাস্ট বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোনো আইনগত ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানও 'কোম্পানি' হিসাবে গণ্য হইবে।<br><br>(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, 'পরিচালক' অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে। |
| ১৪ | **৪১।অপরাধের বিচার ও আপিল**।— (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ কেবল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে।<br><br>(২) কোনো ব্যক্তি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। | **৪১। অপরাধের বিচার ও আপিল**।— (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ কেবল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে।<br><br>(২) কোনো ব্যক্তি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।<br><br>(৩) আপিল ট্রাইব্যুনাল দায়েরকৃত আপীলটি রেসপনডেন্টদের ওপর নোটিশ জারির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে। |
| ১৫ | **৪৪। বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি**।— (১) ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিচারকার্য পরিচালনাকালে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।<br><br>(২) সরকার বা এজেন্সি এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে, প্রয়োজনে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে পারিবে। | **৪৪। বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি**।— **(১) ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল,** বিচারকার্য পরিচালনাকালে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।<br><br>(২) সরকার বা এজেন্সি এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে, প্রয়োজনে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে পারিবে। |
| ১৬ | **৪৬। অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোসযোগ্যতা ইত্যাদি**।— (১) এই আইনের ধারা ১৭, ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), ধারা ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য এবং অন্যান্য ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য হইবে।<br><br>(২) ধারা ১৭, ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), ধারা ১৯, ২২ ও ২৩ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-জামিনযোগ্য হইবে এবং ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর | **৪৬। অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোসযোগ্যতা ইত্যাদি**।— (১) এই আইনের ধারা ১৭, ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), ধারা ১৯, ~~২০,~~ ২১, ২২, ২৩, ২৫, **২৫খ, ২৬ ও ২৬ক** এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য এবং অন্যান্য ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য হইবে।<br><br>(২) ধারা ১৭, ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), ধারা ১৯, ২২, ২৩, **২৫, ২৫খ, ২৬ ও ২৬ক** এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-জামিনযোগ্য হইবে এবং ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ), ~~ধারা ২০,~~ ২১, ২৪ ও **২৫ক ~~২৫ ও ২৬~~** এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | দফা (ক) ও (খ), ধারা ২০, ২১, ২৪, ২৫ ও ২৬ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য হইবে।<br><br>(৩) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ), ধারা ১৯, ২১, ২২, ২৪ ও ২৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে আপোসযোগ্য হইবে। | জামিনযোগ্য হইবে।<br><br>(৩) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ), ধারা ১৯, ২১, ২২, ২৪ ~~ও ২৫~~ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে আপোসযোগ্য হইবে।<br><br>৪৬ক। সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে আদালতের পূর্বানুমতি গ্রহণ।-<br><br>এই আইনের অধীন কোনো নিবন্ধিত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো সংবাদ, মতামত, চিত্র বা কার্টুনের প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের পূর্বে ট্রাইবুনালের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। |
| ১৭ | **৪৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।<br>(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা: —<br>(ক) ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা;<br>(খ) মহাপরিচালক কর্তৃক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব তত্ত্বাবধান;<br>(গ) ট্রাফিক ডাটা বা তথ্য পর্যালোচনা এবং উহা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি;<br>(ঘ) হস্তক্ষেপ, পর্যালোচনা বা ডিক্রিপশন পদ্ধতি এবং সুরক্ষা;<br>(ঙ) সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা;<br>(চ) সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পদ্ধতি;<br>(ছ) ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন, পরিচালনা ও অন্যান্য টিমের সহিত সমন্বয়সাধন;<br>(জ) ক্লাউড কম্পিউটিং বা মেটাডাটা সম্পর্কিত ডিজিটাল ফরেনসিক সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং<br>(ঝ) গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স এ দ্বিপাক্ষিক তথ্য ও লগ আদান-প্রদান। | **৪৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।<br><br>(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—<br><br>(ক) ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা;<br><br>(খ) মহাপরিচালক কর্তৃক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব তত্ত্বাবধান;<br><br>(গ) ট্রাফিক ডাটা বা তথ্য পর্যালোচনা এবং উহা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি;<br><br>(ঘ) হস্তক্ষেপ, পর্যালোচনা বা ডিক্রিপশন পদ্ধতি এবং সুরক্ষা;<br><br>(ঙ) সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা;<br><br>(চ) সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পদ্ধতি;<br><br>(ছ) ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন, পরিচালনা ও অন্যান্য টিমের সহিত সমন্বয়সাধন;<br><br>(জ) ক্লাউড কম্পিউটিং বা মেটাডাটা সম্পর্কিত ডিজিটাল ফরেনসিক সংক্রান্ত বিষয়াদি; ~~এবং~~<br><br>(ঝ) গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স এ দ্বিপাক্ষিক তথ্য ও লগ আদান-প্রদান; এবং<br><br>(ঞ) অনলাইন কনটেন্ট অপসারণ বা ব্লককরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রযুক্তি কোম্পানীর সহিত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ। |
| ১৮ | **৫০। ২০২৩ সনের ৩৯ নং আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত**।— (১) সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া | **৫০। ২০২৩ সনের ৩৯ নং আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত**।— (১) সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত এতদ্দ্বারা |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | উল্লিখিত এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল। | রহিত করা হইল। |
| | (২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের ধারা ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৫ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধের অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দন্ডের বিরুদ্ধে আপিল সংশ্লিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনালে এইরূপে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই। | (২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের ধারা ১৭, ১৮, ১৯, ~~২০,~~ ২২, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৫ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধের অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দন্ডের বিরুদ্ধে আপিল সংশ্লিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনালে এইরূপে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই। |
| | (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উক্ত আইনের ধারাসমূহের অধীন যে সকল মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তৎপরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিট দাখিল করা হইয়াছে বা মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে, সেই সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে। | (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উক্ত আইনের ধারাসমূহের অধীন যে সকল মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তৎপরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিট দাখিল করা হইয়াছে বা মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে, সেই সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে। |
| | (৪) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে, উক্ত আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। | (৪) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে, উক্ত আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। |
| | (৫) উক্ত আইন দ্বারা রহিতকৃত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। | (৫) উক্ত আইন দ্বারা রহিতকৃত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। |
| | (৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন- | (৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন- |
| | (ক) গঠিত সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, দলিল-দস্তাবেজ ও দায়-দেনা, যদি থাকে, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির নিকট ন্যস্ত হইবে; | (ক) গঠিত জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, দলিল-দস্তাবেজ ও দায়-দেনা, যদি থাকে, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির নিকট ন্যস্ত হইবে; |
| | (খ) প্রণীত বিধিমালা, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন বা গাইডলাইন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রহিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং উহা এই | (খ) প্রণীত বিধিমালা, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন বা গাইডলাইন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রহিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া |

| ক্রম | সাইবার সুরক্ষা আইন- ২০২৬ (বর্তমান) | সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন-২০২৭ (প্রস্তাবিত) |
|---|---|---|
| | আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;<br><br>(গ) সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক, পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং তাহারা যে শর্তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত ছিলেন সেই একই শর্তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;<br><br>(ঘ) গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এই আইনের অধীন গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বলিয়া গণ্য হইবে;<br><br>(ঙ) স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এই আইনের অধীন স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব বলিয়া গণ্য হইবে;<br><br>(চ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া ঘোষিত কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামো এই আইনের অধীন ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া গণ্য হইবে।<br><br>(ছ) উক্ত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। | গণ্য হইবে;<br><br>(গ) জাতীয় সাইবার ~~সুরক্ষা~~ নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক, পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং তাহারা যে শর্তে জাতীয় সাইবার ~~সুরক্ষা~~ নিরাপত্তা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত ছিলেন সেই একই শর্তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;<br><br>(ঘ) গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এই আইনের অধীন গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বলিয়া গণ্য হইবে;<br><br>(ঙ) স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এই আইনের অধীন স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব বলিয়া গণ্য হইবে;<br><br>(চ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া ঘোষিত কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামো এই আইনের অধীন ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া গণ্য হইবে।<br><br>(ছ) উক্ত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। |
| ১৯ | নেই | **৫২। দায়মুক্তি।-** জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী দণ্ডবিধির section 21 এর public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজের ফলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাইবে না। |